আলমডাঙ্গায় সেতু নির্মাণের দাবি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বছরে সুফল মেলেনি

একটি সেতুর অপেক্ষায় কয়েক দশক পার করেছেন মনাকষা-এলাহীনগরসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের হাজারো মানুষ। এখন সাঁকোই ভরসা তাঁদের। নিজেদের বানানো সেই সাঁকো দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন তাঁরা। এতে অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়তে হয় তাঁদের।

স্থানীয়রা জানান, বিগত ১৯৭২ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের খাল খনন করা হয় উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা ও এলাহীনগর গ্রামের মধ্য দিয়ে। এর ফলে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি গ্রাম আলাদা হয়ে যায়। সেই সময় মনাকষা গ্রামে তিন রাস্তার মোড়ে সাপ্তাহিক কাঁচাবাজার থাকায় একটি সেতু নির্মাণের দাবি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বছরে সুফল মেলেনি। ফলে মনাকষা, এলাহীনগর, হাড়গাড়ী, সুকচা ও বাজিতপুরসহ আশপাশের অনেক অঞ্চলের মানুষের কাছে আধা কিলোমিটার যাতায়াতের রাস্তা এখন হয়ে গেছে ২-৩ কিলোমিটার। সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগামী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তাদের ৫ মিনিটের রাস্তা পারি দিতে লাগে আধা ঘণ্টারও বেশি। তবে দূরত্বের চেয়ে বেশি সমস্যা নির্জন মাঠের নিরাপত্তাহীনতা। ফলে অনেক অভিভাবক তাঁদের মেয়ের পড়া বন্ধ করে দিয়ে বাল্যবিয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে হাড়গাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জান্নাতুন নাহার অ্যানির সাথে কথা হলে তিনি জানান, তার মেয়ে পাইকপাড়া জন-কল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। একটি সেতুর অভাবে প্রায় ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে পায়ে হেটে তাকে স্কুলে যেতে হয়। পথে অনেক বখাটে ছেলেরা উত্যক্ত করে। সেকারণে বাড়ির কাজ শেষে মেয়েকে নিয়ে ছুটতে হয় স্কুলের পথে।

এলাহীনগর গ্রামের এক স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী সোনিয়া আর্ফিন তন্নী বলেন, বর্ষার সময় স্কুলে যেতে অনেক কষ্ট হলেও ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো পাড় হয়ে যেতে হয়। বৃষ্টির দিনে সড়কে কাদাঁ-মাটিতে জামাকাপড় নোংরা হয়ে যায়। এ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও ব্রিজ নির্মাণ হয়নি।

পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো, রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘রাস্তা খারাপের কারণে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে চায় না। আবার আসতেও বিলম্ব হয়। তবে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ওই রাস্তায় ঝোপজঙ্গল রয়েছে। বখাটেরা প্রায়ই মেয়েদের বিরক্ত করে। আমি গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সমস্যার সাময়িক সমাধান দিতেই একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়েছি। কিন্তু এটা ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে একটা সেতু এপার- ওপার মানুষের মাঝে দারুণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান।’
কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, আপাতত বাঁশের সাঁকো বানানো হয়েছে। তবে সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বাচ্চা ও বৃদ্ধদের জন্য সাঁকো পারাপার ঝুঁকির। আমাদের একটা সেতু খুবই দরকার।’

চুয়াডাঙ্গা প্রধান প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, আপাতত আমাদের কোন বাজেট নাই। তবে ব্রিজ অথবা ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা নিবো। তিনি আরো বলেন, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আমরা যে বরাদ্দ পেয়ে থাকি, তা দিয়ে এ রকম বড় সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়।

আলমডাঙ্গায় নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার শ্যামপুর গ্রামের এক নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে নির্বাচন পরবর্ত্তী হামলার অভিযোগ উঠেছে। রোকসানা খাতুন নামের ওই নারী ইউপি সদস্য এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, সদ্য অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কুমারি ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ৯ জন ইউপি সদস্য বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার প্রচারণা করেন। নির্বাচনে শ্যামপুর গ্রামের মহিলা ইউপি সদস্য রোকসানাসহ কয়েকজন এম.এ রাজ্জাক খান

রাজের ফ্রিজ প্রতিকের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এদিকে নির্বাচনের পর নৌকার সমর্থকরা নৌকার প্রতিকের বিপক্ষে ভোট করায় তর্কাতর্কিসহ তাকে হুমকি ধামকি দিতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে তারা গত শুক্রবার রাতে ওই নারীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয় নারী ইউপি সদস্য রোকসানা খাতুন ও তার স্বামী রাশিদুল ব্যক্তিগত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত মোটরসাইকেলের উপর থেকেও বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। এতে রোকসানা খাতুন ও রাশিদুল আহত হয়। এছাড়া নারী সদস্য ও তার স্বামীকে অভিযুক্তরা মোবাইলে ও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের গোপিবল্লভপুর গ্রামের মৃত গোপালের ছেলে টুটুল (৪৫), মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে রহমত আলী (৪০), মৃত আজিবর রহমানের ছেলে সোহেল (৪০), মৃত খোদা বক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর (৪৬)সহ আরও ৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) উদ্যোগে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) কর্তৃক আয়োজিত পুনাক চুয়াডাঙ্গার অফিসকক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন পুনাক সভানেত্রী মিসেস পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস।

এ সময় তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নারী ও শিশুদের জন্য পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদানের জন্য নারী শিক্ষক না থাকায় নারী ও শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে কোরআন শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

ফলে পিতা মাতার সঠিক তত্ত্বাবধান, নৈতিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাবে সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে পুনাক চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে।

উল্লেখ্য পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদে সকল বয়সী পুরুষদের মসজিদভিত্তিক কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এখন থেকে পুলিশ লাইন্স ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নারী ও শিশুরা পুনাক চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে প্রতিদিন সকালে মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত কোরআন শিক্ষার সুযোগ পাবে।

উক্ত শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুনাক সভানেত্রী মিসেস পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস, চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সহ-সভাপতি মিসেস নাহিদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস জোবায়দা আক্তার, কোষাধ্যক্ষ মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আয়োজনে প্রীতি ভোজ ও আলোচনা সভা

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আয়োজনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী প্রীতি ভোজ ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ শ্রমিক লীগ দামুড়হুদা উপজেলা শাখা’র সাধারণ সম্পাদক ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: শওকত আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, একতা হেয়ার প্রসেসিং কার্পাসডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাসিবুজ্জামান শহিদ বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের খলিল শফিকুল, কৃষকলীগের আসাদুল, যুবলীগ নেতা ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের হিরক, শরিফুল ইসলাম মেশকাত, রতন, ছাত্রলীগের ফয়সাল, হাসিব, সাজ্জাদ মানিক, সেলিম, শাহজাহান, মাসুদ, আরিফুল, ওবাইদুল্লা, সাদিক, সাব্বির (০১), সাব্বির (০২), ফয়সাল, মেহেদী আসিফ, রকিবুল (০২)।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রকিবুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গায় চেক জালায়াতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার কোটালী গ্রামের পৃথক ২টি চেক জালিয়াতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত শরিফুলকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের ছহিরদ্দিনের ছেলে শরিফুল ইসলাম ওরফে শরিফকে (৩৭) আজ শুক্রবার রাত ৩টার দিকে নিজবাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত শরিফুল ইসলাম চেক জালিয়াতি একটি মামলায় তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা জরিমানা এবং অপর একটি মামলায় চার মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা মামলার আসামী ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত শরিফুলকে গতকালই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলার তিন জামায়াত কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পৌর এলাকার পশুহাট এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকের আগে জামাতের নেতাকর্মীরা সরকার বিরোধী লিফলেট বিতরণ করছিলো বলে পুলিশ জানায় ।

আটকৃত জামাতে কর্মীরা হলেন- কুমারী ইউনিয়নের পার দূর্গাপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে বাবুল ইসলাম(৩২) একই গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে শফিউজ্জামান (৪৫) এবং একই ইউনিয়নের এলাহী নগর হাড়গাড়ী গ্রামের মৃত শামসুদ্দীন মন্ডলের ছেলে বজলুর রহমান (৪৭)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে পৌর এলাকার পশুহাট প্রাঙ্গণে জামাতের নেতা-কর্মীরা সরকার বিরোধী লিফলেট বিতরণ করছিল। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছালে নেতা-কর্মীরা দৌড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এসময় তিন নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ।

আটকৃতরা সবাই গত নভেম্বর মাসের শ্যামপুর-ইসলাম মাদ্রাসা এলাকায় নাশকতা পরিকল্পনা চেষ্টা মামলার আসামী। তাদের আটকের পর আজ শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলা জেল হাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে ওসি শেখ গনি মিয়া বলেন, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারি বেশ কয়েকজন নাশকতা মামলার আসামী পশুহাট এলাকায় সরকার বিরোধী লিফলেট বিতরণ করছে। তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরর পর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আনিসুজ্জামান মল্লিক, শাহ আলম মন্টু, হামিদুল ইসলাম আজম। উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টারের উপস্থাপনায়,বক্তব্য রাখেন পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও পৌর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা,দপ্তর সম্পাদক উৎপল।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা সোনা মিয়া,, জাহাঙ্গীর হোসেন, খন্দকার মজিবুল হক, দ্বীনেশ কুমার, জহুরুল হক স্বপন, সরোয়ার হোসেন, শহিদুল ইসলাম,আব্দুল মালেক,যুবলীগ নেতা মনিরুজ্জামান হিটু,সয়ফাল,পাপন রহমান,আবু ডালিম, আব্দুর রশিদ, পিয়ার মোহাম্মদ কচি, মহাসিন কামাল, যুবলীগ নেতা আসাবুল হক ডিটু, সৈকত খান, পৌর ছাত্রলীগের সম্পাদক নাহিদ হাসান তমাল, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা হাসানুজ্জামান, আব্দুল্লাহ আল হোসাঈদ বাদশা, ইছানুর কবীর, সাকিব, সৈকত, সুরুজ, রকি, হাসান, সজিব, পিয়াস, রোমান।

এছাড়াও শ্রমিক নেতা রিয়াজ উদ্দিন,আব্দুল কুদ্দুস,আমিরুল ইসলাম,শাহাবুল হক, চুন্নু মিয়া, চপল মুন্সি, সেলিম,বঙ্গবন্ধু পরিষদের মানোয়ার হোসেন প্রমুখ। পরে দোয়া পরিচালনা করা হয়েছে। সাবেক পৌর কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম, মামুন অর রশিদ হাসান। উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক শাহিন রেজা শাহিন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, যুবলীগ নেতা আসাদুল হক ডিটু,নেছার আহমেদ প্রিন্স, আরিফুল ইসলাম, বাইতুল, টাইগার, আনিস, রায়হান, সেলিম রেজা, ফারুক, রাজু, সুমন, হারুন অর রশিদ,সজিব, নিশান, সাইফুল, রফিকুল, রনি, সজিব, সনি প্রমুখ। পরে তবারক বিতরন করা হয়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রী কলেজ ও মহিলা ডিগ্রী কলেজে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৫ ব্যবসায়ীকে অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় তিন ফসলি জমি থেকে মাটি কাটার অভিযোগে ৫ ব্যবসায়ীকে অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় সেখান থেকে মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) ও মাটি পরিবহনের ট্রাক্টর অপসারণে করেছেন।

আজ বুধবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার খাদিমপুর এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ।

অভিযুক্ত উপজেলার খাদিমপুর এলাকার মৃত নুর ইসলামের ছেলে জুয়েল রানা, মৃত হাবুল সর্দ্দারের ছেলে মানোয়ার হোসেন, মৃত সাদেক আলীর ছেলে আবুল কালাম, মৃত খলিল উদ্দিনের ছেলে টিকু, সানোয়ার মোল্লার ছেলে তুসার আলী।

জানা গেছে, উপজেলার খাদিমপুর এলাকায় ফসলি জমির মাঠে জুয়েল রানাসহ ৫ ব্যক্তি তিন ফসলি জমির উপরিভাগের মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে। এমন অভিযোগে গত কয়েকদিন পূর্বে গোকুলখালি ভুমি কর্মকর্তা ওই জমিতে ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করে দেন। তারা আবারো গোপনে ফসলি জমির উপরিভাগের মাটি কেটে বিক্রি শুরু করেন। সেই মাটি স্থানীয় ইট ভাটায় বিক্রি করা হয়।

বুধবার ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে অভিযান চালিয়ে ৫ জন মাটি ব্যবসায়ীকে অর্ধ লাখ টাকা জরিমানা করেন । এদিকে প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে জমির মালিক ও শ্রমিকেরা পালিয়ে যান।